হিন্দু সংহতি

সংহতি সংবাদ

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ কলকাতা ✶ মূল্য ঃ ১.০০ টাকা

"হিন্দু সমাজের উপর যে বিপদ ঘনাচ্ছে তা রোধ করার মানসিকতা নির্মাণ করতে হবে"।

—মাননীয় শেষাদ্রিজী

আমাদের কথা

এটা সংহতি সংবাদের দ্বিতীয় সংখ্যা। আগের সংখ্যায় লিখেছিলাম ভারতে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক এবং তা সংবিধানগতভাবে। তথাকথিত আধুনিক শিল্পী মকবুল ফিদা হোসেনের হিন্দু ধর্মকে চরম অবমাননার ছবির প্রদর্শনী ও বিক্রিও চলছিল। মাতৃগর্ভের লজ্জা কিছু ধনী হিন্দুরাই সে সব কিনছিল আর সিঙ্গুরখ্যাত টাটারা সেই সব ছবির সংকলন করে বইও প্রকাশ করেছিল। কি আছে। কি আছে ফিদা হোসেনের আঁকা ঐ ছবিগুলোতে? একটা ছবিতে দেবী দুর্গার সঙ্গে সিংহের এমন অবস্থান দেখানো হয়েছে যাকে অশ্লীল বললেও কম বলা হবে। আর একটা ছবিতে দেখানো হয়েছে নগ্ন সীতা নগ্ন হনুমানের লেজ জড়িয়ে ধরে লেপ্টে আছে। আর একটা ছবি নগ্ন রাবনের থাইয়ের উপর নগ্ন সীতা বসা। হরপার্বতীর ছবি আরও নোংরা। এত সবের পরেও সুপ্রীম কোর্ট ফিদা হোসেনের ছবিতে আপত্তিকর কিছু দেখতে পাননি। তাই মকবুল ফিদার বিরুদ্ধে আনা সব মামলা খারিজ করে দিয়েছেন। কোর্টের চোখে ওগুলো আর্ট। ওগুলো শিল্প।

মকবুল ফিদা হোসেনের হিন্দু দেবদেবীকে নিয়ে আঁকা ঐসব ছবিগুলোর মধ্যে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট আর্ট দেখতে পেলেন, আর ইউরোপের সেরা সাহিত্য পুরস্কার 'বুকার প্রাইজ' প্রাপ্ত সলমন রুশদির লেখা বই 'স্যাটানিক ভার্সেস'-এর মধ্যে আর্ট বা শিল্প দেখতে পেলেন না। ভারত সরকার বইটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। বিশ্বে সর্বপ্রথম। কেন? মুসলমানের সেন্টিমেন্টে বা ধর্মে আঘাত লাগতে পারে। একই অভিযোগে তসলিমা নাসরীনের লেখা 'দ্বি-খণ্ডিত' বইটিও এখানে নিষিদ্ধ করা হল। তারপর অনেক আবেদন নিবেদনের পর, মহম্মদের জীবনের ঘটনাবলী নিয়ে দুটি পৃষ্ঠা বাদ দিয়ে বইটি পুনরায় ছাপার অনুমতি পেয়েছে। সুতরাং কি দেখা গেল? হিন্দুর দেবদেবী নিয়ে নগ্ন নোংরা অশ্লীল ছবি আঁকা যাবে। কিন্তু মুসলমানের কোন বিষয় নিয়ে কোনকিছু লেখা যাবে না। অর্থাৎ, মুসলমানের সেন্টিমেন্ট সেন্টিমেন্ট। হিন্দুর সেন্টিমেন্ট কিছু নয়। তাই হিন্দুর ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, মান অপমান, এসব নিয়ে ভাবার কোন দরকারই নেই। শুধু ভাবার দরকার আছে সংখ্যালঘুদের নিয়ে। আমাদের সংবিধানে লেখা এইসব কথা আবার নতুন করে মান্যতা পেল সুপ্রীম কোর্টের রায়ে।

পাঠককে আর দুটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। শুক্রবার রাস্তা বন্ধ করে নামাজ পড়া এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পোপ দ্বিতীয়জন পলের মৃত্যুতে তিনদিন ব্যাপী রাষ্ট্রীয় শোক প্রকাশের বিরুদ্ধে দুটি জনস্বার্থ মামলায় আন্দোলনকারীদেরই প্রত্যেকের দশ হাজার টাকা করে জরিমানা দিতে হয়েছে। সুতরাং ভারতবর্ষে হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্টে হিন্দুরা ন্যায়বিচার চাইলে তার পরিণতি এই। আর মুসলমানদেরকে কোর্টেও যেতে হয় না। সরকার, প্রশাসন, কোর্ট সবাই তাদের ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট রক্ষার জন্য ঘটনা ঘটার আগেই তৎপর।

জম্মু ও ওড়িশায় হিন্দুর বিজয়গাথায় সমগ্র হিন্দু সমাজ গর্বিত

মাত্র একশত একর জমি— যা একবার অমরনাথ শ্রাইন বোর্ডকে দেওয়া পরও ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। জম্মু আন্দোলিত হয়েছিল। সারা ভারত জুড়ে প্রতিক্রিয়া-প্রতিবাদও হয়েছে। দলমত নির্বিশেষে জম্মুর মানুষ লাগাতার ৬২ দিন হরতাল আর ৮০ দিনের বেশী আন্দোলন চালিয়ে জম্মু-কাশ্মীর সরকার ও কেন্দ্রের হিন্দু বিরোধী সরকারকে বাধ্য করেছে সেই জমি ফিরিয়ে দিতে। বালটালের নিকটে এই জায়গা অমরনাথ যাত্রার সময় এখন থেকে তীর্থযাত্রীদের জন্য ব্যবহার করা যাবে। হিন্দু জনজাগরণ সরকারী কতৃপক্ষকে বাধ্য করেছে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের স্বার্থের অনুকূল অমরনাথ শ্রাইন বোর্ড কমিটির পুনর্গঠনে। কাশ্মীর উপত্যকায় ৩.৫ লক্ষ বিতাড়িত হিন্দুদের প্রায় ৬০,০০০ একর জমি যে পাকপন্থীরা ছিনিয়ে নিয়েছে, তারা এখন মাত্র ১০০ একর জমিও হিন্দু তীর্থযাত্রীদের জন্য দিতে অস্বীকার করায় সমগ্র হিন্দু সমাজ স্তম্ভিত হয়েছিল। জানিয়ে প্রবীণ সন্ন্যাসী লক্ষণানন্দ সরস্বতী ওই খ্রীষ্টানদের পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। সেই কাজে ক্রমাগত বাধা ও হত্যার হুমকি উপেক্ষা করেই তিনি হিন্দুধর্মের একনিষ্ঠ সাধকরূপে কর্মরত ছিলেন। খৃষ্টানপন্থী কংগ্রেস, খ্রীষ্টান মিশনারী ও ভারতীয় সংস্কৃতি বিরোধী মাওবাদীদের যৌথ আক্রমনের শিকার হয়ে ২৩ আগষ্ট রাত্রে ৭.৩০ মিঃ আততায়ীদের গুলিতে তাঁর ৪জন শিষ্যসহ তিনি নিহত হন। ওড়িশার সংগঠিত হিন্দু সমাজ তার সমুচিত জবাব দিতে খৃষ্টান ধর্মান্তরকারীদের সেবার মুখোশ খুলে প্রবল বিরোধের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। স্বামীজিকে হত্যার দায়ে ধরা পড়েছে ৫ জন খৃষ্টান দুষ্কৃতী। কুচক্রীরা হল উইলিয়াম দিগল, বিক্রম দিগল, বিজয় পারিছা, রাজু পারিছা ও প্রদোশ। মানবাধিকার কমিশন ও সংখ্যালঘু কমিশন এখন লক্ষণানন্দ হত্যার পর খ্রীষ্টান সমাজের উপর নেমে আসা প্রতিক্রিয়ায় মুখর। যখন স্বামীজীকে

ওড়িশার কান্ধামালে ধর্মের জন্য বলিদানী স্বামী লক্ষ্মণানন্দজী

সরকার এখন নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। এই জয় সমগ্র হিন্দু সমাজের জয়। জম্মুর সংগ্রামী হিন্দু জনতার অনমনীয় মনোভাব, সাহস ও ধৈর্য্যের জন্য সমগ্র হিন্দু সমাজ গর্বিত।

ওড়িশার কান্ধমাল জেলায় ৬ লক্ষ অধিবাসী ও জনজাতির মধ্যে ইতিমধ্যে ধর্মান্তরণের কবলে ১.৫ লক্ষ মানুষ খ্রীষ্টান হয়ে গেছে। সেবার আড়ালে ধর্মান্তরণের তৎপরতাকে চ্যালেঞ্জ হত্যা করা হল তখন তারা নীরব ছিল কেন? ওড়িশার সমর্থ ও স্বাভিমানী হিন্দু মসাজ ধর্মান্তরণের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন ঘোষণা করেছে। শান্তিপ্রিয় হিন্দুরা যে শুধু বলির পাঁঠা হতে পারে না, ওড়িশার হিন্দু সমাজ তা বুঝিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। ওড়িশার সংগ্রামী হিন্দু জনগণের পাশে সারা ভারতের হিন্দুরা থাকবে। জম্মু ও ওড়িশার সংগ্রামী হিন্দুদের জন্য সমগ্র হিন্দু সমাজ গর্বিত।

ব্যর্থ ও নাকাল সরকার এবার সন্ত্রাসরোধে ব্যবসায়ী সমিতি, ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সাধারণ মানুষকে পাশে চায়।

বিস্ফোরণ, জঙ্গী হানা, ইসলামী সন্ত্রাসের জেরে জেরবার সরকার ও তার গোয়েন্দা দপ্তরের ব্যর্থতা রোধে সরকার এবার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ব্যবসায়ী সমিতি, ক্লাব ও সাধারণ মানুষকে কাজে লাগাতে উদ্যোগী হচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর মনে করছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের গোয়েন্দা বাহিনীর তেমন কোন উন্নতিই নেই। তাই আম জনতাই শেষ ভরসা। সেজন্য রাজ্য, জেলা ও মহকুমা স্তরে বিভিন্ন সংগঠন ও সাধারণ মানুষকে গোয়েন্দা নজরদারি নেটওয়ার্কে যুক্ত করতে চাইছে কেন্দ্র।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর সূত্রে বলা হয়েছে, রাজ্যে রাজ্যে পুলিশি আধুনিকীকরণের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় হলেও, গত ৩ বছরে এগারোটি মারাত্মক বিস্ফোরণে মৃত্যুর সংখ্যা ৬৫০। একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে ইসলামী সন্ত্রাসবাদী দ্বারা সংঘটিত এই বিস্ফোরণগুলি বেশির ভাগই ঘটেছে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায়, ধর্মস্থান, বাজার বা জনাকীর্ণ স্থানে। মৃতের মধ্যে হিন্দুরাই সর্বাধিক। এখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ভাবনা হল, বাজার, শপিং কমপ্লেক্স, মল, পাড়া, ক্লাব ও বিভিন্ন সংগঠনগুলিকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে কতকগুলি প্রতিকারমূলক ও সতর্কতামূলক বিষয় বুঝিয়ে বলা হবে কিভাবে চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। সেইমতো মিনার-মাইক শোভিত ধর্মস্থানে আর অসতর্ক হিন্দু পুণ্যার্থীদের ভিড়ে ঠাসা মন্দির ও ধর্মস্থানগুলিতে কারা আসছে যাচ্ছে সেই সম্পর্কেও বিশেষ নজরদারিতে সাধারণ মানুষকে সংযুক্ত করার প্রচেষ্টা রয়েছে। বাড়ি ভাড়া দেওয়ার ব্যাপারেও গোটা দেশে কড়া ব্যবস্থা চালু করতে চাইছে সরকার।

উদাসীন হিন্দুরা তাদের মহল্লায় ঢুকে পড়া আগন্তুকদের কখনও তাদের পরিচয় জানতে চায় না। পাশের বাড়ির আপাত নিরীহ ভাড়াটে সম্পর্কেও খোঁজ-খবর

শেষাংশ পৃষ্ঠা - ২

তসলিমাকে মৃত্যুদণ্ডের ফতোয়া, কলকাতার পুলিশ প্রশাসন নিশ্চুপ

উপানন্দ শতপথি

গত বছর ২১শে নভেম্বর মুসলমান মৌলবাদীদের তাণ্ডবে ভীত সন্ত্রস্ত তসলিমাকে রাজ্য ছাড়া করেছিল পশ্চিমবঙ্গে শান্তির মরুদ্যান সৃষ্টিকারী বামফ্রন্ট সরকার। আর এই সরকারকে উৎখাত করতে কসম খাওয়া মমতা দেবীও আশ্চর্যজনক ভাবে তসলিমার ওপর অমানবিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে বেমালুম চুপচাপ। চুপচাপ ফুলে ছাপ্পা মারার ভাই-বেরাদরদের আস্থা পেতে কাছের তসলিমার জন্য কিছু ভাবা মমতাদেবীর কাছে বিরক্তিকর বিষয়। সংখ্যালঘু তোষণ আর মৌলবাদীদের প্রশ্রয় এমন জায়গাতে পৌঁছেছে; খোদ কলকাতার টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম আবু বরকতি আইন-প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে তসলিমার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছেন।

৮ই আগষ্ট তসলিমা ভারত সরকারের অনুমতিক্রমে দিল্লীতে ফিরে আসার পর আবার যাতে কলকাতায় ঢুকতে না পারেন, তার জন্য প্রকাশ্যে ইসলামের মর্যাদা রক্ষার্থে তসলিমাকে কোতল করার জন্য ৫ লক্ষ টাকার পুরষ্কার ঘোষণা করেছে কুখ্যাত ইমাম বরকতি। এর আগে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু নির্যাতনের বিপক্ষে ও ইসলামী মৌলবাদের সমালোচনাকারী লেখিকা তসলিমার মুখে কালি লাগানোর জন্য ১লক্ষ টাকার পুরষ্কার ঘোষণা করেছিল এই বরকতি। কলকাতার মুসলমানদের নিয়ে তাণ্ডব সৃষ্টিকারী আরেক নেতা, প্রাক্তন কংগ্রেসী ইদ্রিশ আলিও তসলিমার ভারতে প্রত্যাবর্তনকে দুর্ভাগ্যজনক মনে করে। কয়েকটি সংবাদপত্রে ফলাও করে এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর কিন্তু প্রগতিশীল ধ্বজাধারী বাংলার উদ্ভাসিত বুদ্ধিজীবি মহল এ ব্যাপারে নিশ্চুপ-নির্বিকার। কলকাতার ও বিভিন্ন জেলা আদালতের অভিজ্ঞ আইনজীবিদের মতে, খবরের সত্যতা যাচাইয়ের ভিত্তিতে অবিলম্বে ভারতীয় দণ্ডবিধির শাস্তিযোগ্য কয়েকটি ধারায় অভিযুক্ত করা যায় ইমাম বরকতিকে। হিংসা-হানাহানি-হত্যার প্ররোচনা, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, শান্তি নষ্টের কারণে এখনি গ্রেফতার করা যায় বরকতিকে। কিন্তু পুলিশ প্রশাসন পঙ্গু। কারণ তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, মুসলমানের দোষ দেখতে নেই, শুনতে নেই। তা ক্রিমিনাল অফেন্স হলেও।

আমেদাবাদ বিস্ফোরণের মূল পাণ্ডা আবু বশিরে পক্ষ অবলম্বন করে দিল্লীর জামা মসজিদের ইমাম আহমেদ্ বুখারির বিরুদ্ধে আনীত এক মামলার পরিপ্রেক্ষিতে, রাজস্থান হাইকোর্ট শাহী ইমামের বিরুদ্ধে এফ আই আরের নির্দেশ দেয়। কিন্তু কলকাতার বুকে বারংবার তসলিমাকে শেষ করে দেওয়ার প্রকাশ্য চক্রান্তে যুক্ত মোল্লা মৌলবীরা এখানকার পুলিশ-প্রশাসন-রাজনীতি ও বুদ্ধিজীবিদের পরম প্রীতিতে বহাল তবিয়েতে আছেন।

প্রথমপৃষ্ঠার শেষাংশ

ব্যর্থ ও নাকাল সরকার....

রাখে না। শুক্রবারের জমায়েতে, রাতের ধর্মীয় জলসায় ভারত বিরোধী ষড়যন্ত্রের কোন আভাস পাওয়া যাচ্ছে কিনা, হিন্দুরা তা খেয়াল করে না। গ্রামের মুখ পথ, শহর ও রাস্তার মোড়ে ক্যারাম খেলার জটলা আর চায়ের আড্ডায় দখল নেওয়া ধর্ম আর আতরের অত্যাধুনিক মিশেলে জেহাদী রিক্রুটমেন্ট চলছে কিনা সে খেয়ালও আমাদের নেই। সাবধানে থাকুন। জঙ্গী জেহাদীরা আপনার পাশেই আছে। বিস্ফোরণের আওয়াজ, মৃত্যু আর যন্ত্রণা ভোগের পর আপনি তা জানতে পারেন।

টাটা এ আই জি তে অ্যাড্‌ভাইসার পদে লোক চাই। মাসিক আয় ১০, ০০০ টাকা থেকে ১৫,০০০ টাকা।

যোগাযোগ ঃ মনোরঞ্জন মিত্র
৯৩৩৯৮ ৬৭২২৯

রিজওয়ানুরের জন্য কান্নার ঢেউ

মেহনাজ, রেহনা, মানেরা. হোসেনারাদের পাশে নেই কেউ। শিল্পপতি অশেক টোডির মেয়ে প্রিয়াঙ্কাকে বিয়ে করার পর রিজওয়ানুরের অনভিপ্রেত মৃত্যুর পর সমবেদনার ঢেউ আছড়ে পড়ে। সিদ্দিকুল্লা, মমতা, সমতা, মানবতাবাদী মঞ্চ, যুক্তিবাদী সকলেই কামান দেগেছেন প্রশাসনের বিরুদ্ধে। মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের একটি নির্দেশে পুনরায় সি.বি.আই. তদন্ত সহ কন্যাপক্ষের অভিভাবক, পুলিশিকর্তা সহ সংশ্লিষ্ট সন্দেহজনক দোষীদের বিরুদ্ধে চার্জশিট গঠনের সবুজ সংকেতও মিলেছে।

এক পুত্র ও ভ্রাতার মৃত্যুর পর মা কিশওয়ার জাহান ও দাদা রূকবানুর আজ মুসলিম ছেলের সঙ্গে হিন্দু মেয়ের বিয়ে করার মহান ব্রতধারীদের কাছে সেলিব্রিটি। তারা এখন মানবতাবাদী ও বিভিন্ন বামপন্থী মহিলা সংগঠনের রাজ্য স্তরের বক্তা। ডায়মণ্ডহারবার থেকে সিঙ্গুর নানা জায়গায় সভা সমিতি, ধর্ণামঞ্চ ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাঁদের সমুজ্বল উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। কটু সমালোচকদের ভাষায় মমতা এতবার কিশোয়ার জাহান কে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছেন তা এখন ইতিহাসে রেকর্ড সৃষ্টিকারী।

কিন্তু মুসলমান মেয়েরা যখন হিন্দু ছেলেদের ভালবেসে বিয়ে করে, তখন মুসলিম সমাজের ফতোয়া কোতল, অত্যাচার, নিগ্রহ, সামাজিক বয়কট ও উৎপীড়নের কারণে মুসলমান মেয়েদের কান্না ও ওই হিন্দু যুবকদের যন্ত্রণার কথা চাপা পড়ে যায়। কোন মমতা আর মানবতাবাদীদের ধারে কাছে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই দ্বিচারিতা চলছে-চলবে।

সংবাদে প্রকাশ বিহারের শৈলেন্দ্র প্রসাদ ও বহরমপুর থানার লক্ষ্মণপুর গ্রামের মেয়ে মানেরা মুম্বাইতে যথাক্রমে রাজমিস্ত্রী ও গৃহ পরিচারিকার কাজ করত। তাদের ভালোবাসার ভিত্তিতে আড়াই বছর আগে রেজিষ্ট্রি বিবাহ সম্পন্ন হয়। ভয়ে শৈলেন্দ্র নিজে মুন্না শেখ বলে পরিচয় দিত। তাদের এক পুত্র সন্তানও হয়। মানেরার বাবা আনসারিয়া শেখের সন্দেহক্রমে ১৪ই জুলাই লক্ষণপুর গ্রামের জুনিয়র বেসিক স্কুলে সালিশী সভা বসে। সেই সভায় মাতব্বর গাজু শেখ, সাত্তার শেখ ও খায়রুল শেখরা শৈলেন্দ্রর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে। তৎক্ষণাৎ শৈলেন্দ্রকে কোতল করে তার ধড় থেকে মুণ্ডু বিচ্ছিন্ন করে পাট ক্ষেতে পুঁতে দেয়। তিনদিন পর ১৭ই জুলাই সেই দেহ উদ্ধার হয়। ৩০শে জুলাই মানেরার গোপন জবানবন্দি অনুসারে বহরমপুর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর নির্দেশে তিন মোড়লকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। দেড় হাজার বাসিন্দার মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামের কেউই শৈলেন্দ্রকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি বা পুলিশের কাছে মুখ খোলেনি। মানেরা চেয়েছিল শৈলেন্দ্রর সাথে সুখী সংসার গড়ে তুলতে।.....

বারাসতের চৌধুরী পাড়ার বাসিন্দা অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালবেসে স্বপ্নের সংসার গড়তে চেয়েছিল বাদুড়িয়া স্কুল শিক্ষক নজরুল ইসলামের কন্যা রেহেনা সুলতানা। ভিন্ন ধর্মে বিবাহে তারা সামাজিক কোপে পড়ে। রেহেনার বাড়ীর লোকেরা জোর করে রেহেনা ও তার একমাত্র পুত্রসন্তানকে অর্কর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষিত শ্বশুরের কাছে অর্ক বারবার স্ত্রী ও সন্তানকে ফিরিয়ে দেবার আর্জি জানাচ্ছিল। কিন্তু ধর্মান্ধ শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে। রেহেনার দাদা মনিরুল অর্কর শরীরে আগুন লাগায়। জ্বলন্ত অর্ককে সাহায্য করতে তখন কেউই এগিয়ে আসেনি। পরে এক রিকশ-ভ্যান চালকের সহযোগিতায় অগ্নিদগ্ধ অর্ককে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশি তৎপরতায় অর্ক আসে বারাসাত হাসপাতালে। সেখানে অবস্থার বিশেষ উন্নতি না হওয়ায় পরে জীবন্মৃত অর্ককে আর.জি.করে ভর্তি করতে আসে রেহেনা। রেহেনা যাতে না পালিয়ে যেতে পারে তাই রেহেনার বাবা নজরুলও আর জি কর পর্যন্ত এসেছিল বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ মনিরুলকে ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতে নিয়েছে। এই মধ্যযুগীয় বর্বর নৃশংস ঘটনার নিন্দায় স্থানীয় কাউন্সিলার ও কয়েকজন নেতা মুখ খুললেও রাজ্যে মানবতাবাদীরা ও বাংলার অগ্নিকন্যা মুখে কুলুপ এঁটেছেন।

ওদিকে মালদার বামনগোলা ব্লকের পাইকপাড়া গ্রামের মেয়ে হোসেনারার সঙ্গে দীর্ঘদিনের ভালোবাসা ছিল জামতলা গ্রামের সুজল মণ্ডলের। সাবালক এই প্রেমিক প্রেমিকা পরস্পরের সহমতির ভিত্তিতে বিবাহ করার পর পাইকপাড়ার মোড়ল মাতব্বররা হোসেনারার পরিবারকে একঘরে করে এলাকা ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। দুই পরিবারের অভিভাবকরা এই বিয়ে মেনে নিলেও মৌলবাদী মুসলমান মাতব্বরদের হুমকির মুখে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত জীবন যাপন করছে হোসেনারা ও সুজলের পরিবার।

খবরে প্রকাশ, এর আগে মুম্বাইয়ে নাগপাড়ার বাসিন্দা সেহেনাজ তার হিন্দু প্রেমিকের সাথে ঘনিষ্ঠতা করার কারণে সেহেনাজের বাবা মহঃ মুন্না খান ও মা শোহনাজ খান একত্রে গলা টিপে সেহেনাজকে শ্বাসরুদ্ধ করে খুন করে। একইভাবে বোলপুরের নিকটবর্তী মকরনপুর গ্রামের চায়না বিবির সাথে প্রেমের জেরে খুন হয় কেশব মাহাতো। নদীয়ার শান্তিপুরের সূত্রাগড়ে লিয়াকৎ আলীর কন্যাকে ভালবেসে বিয়ে করার অপরাধে খুন হতে হয়েছিল চঞ্চলের ৬০ বছরের পিতা রাধানাথ সাধুখাঁকে। দুটি ক্ষেত্রেই ধর্মোন্মাদ মুসলমান আত্মীয় পরিজন ও প্রতিবেশীরা বদলা নিয়েছিল মুসলমান মেয়ের হিন্দু ছেলেকে বিয়ে করার অপরাধে।

এমন হাজার মানেরা, হোসেনারা, রেহানাদের চোখের জল পড়ে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কঠিন ভাষ্যে আর মৌলবাদীদের সন্তুষ্ট রাখতে বাংলার কৃষিপ্রেমী অগ্নিকন্যা, শিল্পপ্রেমী বাম জাগরণের অগ্রদূতরা, ভাটের মানবতাবাদী ও বুদ্ধিজীবিরা শুধু রিজওয়ানুরকে দেখতে পান। কারণ ভোট বৈতরনী আর স্বার্থসিদ্ধির চাবিকাঠিকে হাতে রাখা চাই। চাই হিন্দুসমাজকে সংখ্যালঘু করে তোলার, উপেক্ষিত আর অপমানিত করার হীন কলাকৌশল। এর বিরুদ্ধে, হিন্দু ছেলেকে বিয়ে করার কারণে নির্যাতিত মুসলমান মেয়েদের পাশে দাঁড়ানো ও অত্যাচারিত দম্পতিদের পাশে দাঁড়ানোর নানা পদক্ষেপ নিয়েছে হিন্দু সংহতি।

উচ্চশিক্ষিত যুবকরাই সিমির সদস্য

সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা ধারণা আছে যে গরীব ও অশিক্ষিত মুসলমানরাই ইসলামিক মৌলবাদের খপ্পরে পড়ে এবং তারাই সন্ত্রাসবাদীতে পরিণত হয়। কিন্তু সম্প্রতি ব্যাঙ্গালোর ও আমেদাবাদ বিস্ফোরণে ধৃত সিমির (স্টুডেন্টস ইসলামিক মুভমেন্ট) প্রধান সফদার নাগোরী এবং তার সহকারীদেরকে জেরা করে জানা যায় যে এরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত এবং আর্থিক দিক থেকে সম্ভ্রান্ত। সমাজে জনমত গঠনেও তারা প্রভাবী।

এবছরই মার্চ মাসে ধৃত আমিল পারওয়াজ এর কাছ থেকে জানা যায় সে প্রায়ই মসজিদের মধ্যে ঐ সম্প্রদায়ের প্রভাবী নেতাদের নিয়ে মিটিং করত। নাগোরি নিজে সাংবাদিকতা এবং মাস কম্যুনিকেশনে এম এ। তার নিকট সহযোগী হাফিজ হুসেইন (ওরফে আদনান জাইদ, ওরফে তামিম, ওরফে রশিদ) জাহিদ আলিয়াস, ম্যাঙ্গালোর -এর বি টেক ডিগ্রীপ্রাপ্ত। যেমন শিবলি পিডি এককল্ ওরফে সাবিত ৩০ কেরলের কালিকট মডেল পলিটেকনিক থেকে কম্প্যুটার সায়ন্সে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত। নাগোরির অন্য সহযোগী আমিল পারওয়াজ একজন ডিপ্লোমাধারী ইঞ্জিনিয়ার। এই সকল তথ্য গুজরাত পুলিশ আমেদাবাদের ধারাবাহিক বিস্ফোরণে আটক সিমি নেতাদেরকে তদন্ত করে জানতে পেরেছে। তাদের জিজ্ঞাসা করে আরো জানা যায় তাদের সব ক্যাডার সংগ্রহের একমাত্র কেন্দ্র হয় ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল বা অন্য কোন পেশাদারি ইনস্টিটিউট। এরা সকলে সন্ত্রাসের কর্মকাণ্ডকে সাবলীলভাবে সকলের সামনে উপস্থাপন করতে পারে। পাশাপাশি ঐ সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী জনগোষ্ঠী সারা দেশেই তাদের সহযোগিতা করত।

ভূপালের সিমির প্রধান সদস্য আরসাদ ওরফে এহসাস আলি আরবী সাহিত্যে এম এ। মহম্মদ আলিম কুরেসি কেমেস্ট্রিতে এম এস সি, মোহম্মদ সোহরব ওরফে বাব্বু এল এল বি এবং পি জি ডি সি এ। খুব বুঝে শুনেই তারা সন্ত্রাসের এই রাস্তা বেছে নিয়েছে তারা। একথা বলেছে সিমির নেতৃস্থানীয় যাকে এবছরই মার্চ মাসে মধ্যপ্রদেশের পুলিশ আটক করেছে এবং তারা আরো একশ জনের নাম যুক্ত করেছে যারা উচ্চশিক্ষিত সিমির ক্যাডার তৈরী হয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বাইরের এই কর্মীরা চাঁদা সংগ্রহ করে ঐ সম্প্রদায়ের সদস্যদের কাছ থেকে। শুধু তাই নয় সাহায্য আসে প্রাক্তন সিমি কর্মীদের থেকেও। আর বকরিদ এর সময় যত গরু, ছাগল, উট বিক্রি হয় তার চামড়ার পুরো টাকাটা যায় মসজিদে এবং ঐ সিমির মত সন্ত্রাসী কার্যকলাপে ব্যয় হয় 'নাগোরি এবং তার সহযোগীদের জেরায় এইসব চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে এসেছে। মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি, ছত্রিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড জুড়ে এদের জাল বিস্তৃত হয়েছে ভারতে সন্ত্রাসবাদী ইসলামী জেহাদ জারী রাখতে।

বিনা মন্তব্যে

কর্ণাটক ও গুজরাটে জেহাদী সন্ত্রাসবাদীদের পরপর বোমা বিস্ফোরণের পর মুসলিম মৌলবাদের ধিক্কারে যখন চারিদিক আলোড়িত সেই সময় কলকাতায় মুসলিম মাইনরিটি ফোরাম-এর ইদ্রিশ আলি ও টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম বরকতি সাহেবের উপস্থিতিতে কলকাতায় মুসলিমদের এক সভা হয়। সেই সভার পর ইদ্রিশ আলি ও বরকতি সাহেব উভয়েই বলেন 'আমরা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী এবং ইসলাম হিংসায় বিশ্বাস করে না।' অথচ তার আগে গত ২১শে নভেম্বর পার্ক সার্কাসে হিংসায় উন্মত্ত মুসলিম জনতা তসলিমা বিতাড়নের দাবীতে যে তাণ্ডব শুরু করেছিল, যার জন্য পুলিশকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল লালবাজারে আর ডাকতে হয়েছিল সেনাবাহিনীর জওয়ানদের। সেই হিংসায় উন্মত্ত তাণ্ডবের নেতৃত্বে ছিল ইদ্রিশ আলি। আর বরকতি সাহেব হিংসায় বিশ্বাস না করলেও তসলিমার মুণ্ডু কাটার জন্য লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। ধন্য এদের অহিংসা।

মমতা কি মমতাজ হওয়ার পথে?

— সম্বুদ্ধ গুপ্ত

জমি, সিমি, মমতা ও ক্ষমতা বারবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসছে। সর্ব বিষয়ে রেকর্ড গড়তে তৎপর মমতাদেবী সিঙ্গুরের ধর্নামঞ্চে ঘোষণা করেছেন, যে টাটার প্রকল্প থেকে ৪০০ একর জমি ফিরিয়ে দেওয়ার এইরকম আন্দোলন বিশ্বে আর কোথাও হয়নি। তাই এটা বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। নয়ডা জমি আন্দোলন থেকে দালালি পেতে আগ্রহী, সিমি বান্ধব সমাজবাদী নেতা অমর সিংহ তাই হয়তো ছুটে এসে বিশ্ব রেকর্ডের ভাগীদার হতে চেয়েছেন। জম্মুর ১০০ একর জমি তীর্থযাত্রী পরিষেবার জন্য অমরনাথ শ্রাইন বোর্ডকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য জম্মুবাসীর ৬২ দিনের বনধ আর ৮০ দিনের লাগাতার আন্দোলন ওদের চোখে পড়ে না। ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, কেরল, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, উত্তরাখণ্ডে টাটার বিরুদ্ধে জমি নিয়ে সাধারণ মানুষের আন্দোলনের ইতিহাসকেও এরা অবলীলায় মুছে দিতে চান। কারণ ওই সব আন্দোলন থেকে মমতার লাভ ওঠানোর কিছু নেই। সংখ্যালঘু তুষ্টিতে নিজেকে মমতাজে রূপান্তরিত করে সেখানে মঞ্চ থেকে নামাজ ও রোজা ভাঙ্গার বিভিন্ন ভঙ্গীতে চিত্র সাংবাদিকদের কাছে পোজ দেওয়ার সুযোগও নেই। আর কোন মুসলমান জননেতাকে দুর্গাপূজা-কালীপুজায় পুষ্পাঞ্জলিরত অবস্থায় কেউ কোনদিন দেখেনি।

সংখ্যালঘুর মন পেতে মরিয়া মমতা তাই সিমির সমর্থক অমর সিং ও মুলায়ম সিংদের সাহায্য সহজেই পেয়ে যান। সেই সূত্রে ক্ষমতা দখলের স্বপ্নে বুঁদ মমতা নীতি-নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়েছেন অনেকদিন আগেই। সেজন্য রিজওয়ানুরের জন্য মমতার বুক ফেটে গেলেও, তসলিমা বিতাড়ণের জন্য তার মুখে বুলি ফোটে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের ভোট পেয়ে সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত ভোটে সাফল্য লাভ করলেও তাঁর মন কাঁদে শুধু সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য। সেকারণে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে সর্বত্র অভিজ্ঞতাহীন মুসলিম (বিশেষত মুসলিম মহিলাদের) দের বিভিন্ন পদে বসিয়ে দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বর্ষীয়ান হিন্দু-তৃণমূলীদের তিনি বঞ্চিত করেছেন। সমালোচনার ঝড় উঠেছে সর্বত্র। আবার তাঁর আন্দোলনে টাকার যোগানদার পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুরের এক মুসলিম চুল ব্যবসায়ী ও কলকাতার ধনাঢ্য মুসলিম ব্যবসায়ীদের মনতুষ্টিতে ইমাম বরকিতদের মত সাম্প্রদায়িক ইমামদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে তিনি কি বাধ্য হচ্ছেন? সিঙ্গুরের ধর্নামঞ্চে তাই ইমাম বরকতিদের আনাগোনা। ক্ষমতা দখলের পক্ষপাত দুষ্ট রাজনীতিতে গণতন্ত্রের মহত্ব কখনোই প্রতিষ্ঠিত হয় না। সংখ্যালঘু তোষণ প্রক্রিয়াসঞ্জাত গণতান্ত্রিক অক্ষমতা অপসারণে গরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সক্রিয়তা অনেক কিছুই ওলট পালট করে দিতে পারে। এই দেওয়াল লিখন পড়তে ব্যর্থ হলে মমতাদেবী ভুল করবেন।

এই তো চাই, পাড়ায় পাড়ায়

হাওড়ার শিবপুরের অভিজাত এলাকা পদ্মপুকুর। বেশী দিনের কথা নয়। ওখানের ঘোষবাগানে মোটরবাইকে দলবল নিয়ে আসত রমজান আলি। নিত্য হিন্দু মেয়েদের বাজে কথা বলা, টিটকিরি দিতে দিতে পিছু নেওয়াই ছিল তার কাজ। বিষয়টি যেন গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একদিন পথের মাঝে দুর্গা সিং রমজানের পথ আটকে দাঁড়াল। লোকজন জড় হয়ে গেল। পিছু হটল রমজান, কিন্তু সুযোগের অপেক্ষায় থাকল। তিনমাস পরে সুযোগ পেয়ে রমজান আলিরা শেখপাড়ায় তুলে নিয়ে গেল দুর্গাকে। ক্রমাগত ভোজালি চালিয়ে তাকে মৃতবৎ ফেলে দিল রাস্তায়। ৮৮টি সেলাই নিয়ে দুর্গা লড়াই করল মৃত্যুর সাথে। হাসপাতালে থাকাকালীন রমজান আলিরা তাকে খুন করতে আসার পরও পুলিশ তার কোন নিরাপত্তা দেয়নি। রমজানের বিরুদ্ধে কোন ও নেয়নি। কারণ সে সিপিএম নেতার আশ্রিত। রাজনৈতিক দলগুলোও কোন প্রতিবাদ করেনি। কারণ ওরা মুসলমান। ওদের ভোট যে চাই-ই চাই।

কিন্তু পাড়ার লোকেরা চুপ করে বসে থাকেনি। হাসপাতালের চিকিৎসা, পুলিশের নিরাপত্তা কিছুই যখন পাওয়া গেল না তখন পাড়ার লোকেরা পালা করে তার নিরাপত্তা দিয়েছে। প্রাইভেট চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেছে। এই তো চাই-পাড়ায় পাড়ায়।

সংখ্যালঘুদের আর কত পাইয়ে দেবে? শিক্ষাক্ষেত্রে নির্লজ্জ সংখ্যালঘু তোষণ।

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিত্ত নিগম এবং সাচার কমিটির নির্দেশে সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের যে সুযোগ সুবিধা দেওয়া শুরু হয়েছে, তা দেখে সকলেরই মনে হবে যে এই দেশে হিন্দুরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক অথবা সংখ্যালঘুরা এদেশের জামাই। আর তাদের জন্য যেন বারো মাসই জামাইষষ্ঠী। নিম্নে প্রদত্ত তালিকা দেখে কে বলবে এই দেশ ধর্মনিরপেক্ষ? একজন সংখ্যালঘু ছাত্র বা ছাত্রীর তুলনায় একজন সাধারণ হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীকে সরকার থেকে সাহায্যের পরিমাণ শূন্য (০)। এমনকি হিন্দু তপশিলী জাতি/উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যেও সরকারী সাহায্য অতি নগণ্য। অথচ আমাদের দেশের সংবিধান বলেছে যে ধর্মের ভিত্তিতে কোন ভেদাভেদ করা যাবে না। আসুন, ভালো করে দেখুন নিচের তালিকাটি। তাহলেই বুঝবেন সংখ্যালঘুদের নামে এই দান খয়রাতি কাদের পকেট থেকে যাচ্ছে আর এর সম্পূর্ণ লাভ পাচ্ছে মূলতঃ মুসলমানরাই।

উপরোক্ত সুযোগ সুবিধা ছাড়াও যে সমস্ত সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীরা চাকরিবাকরির সুযোগের জন্য বিভিন্ন কারিগরী ও পেশাভিত্তিক মান্যতাপ্রাপ্ত পঠন পাঠনে যুক্ত থাকবেন তারা বছরে ৫০,০০০ টাকা ভিত্তিতে সর্বাধিক ২.৫ লক্ষ টাকা সুদমুক্ত ঋণ পাবেন সংখ্যালঘু বিত্ত নিগমের ম্যাধমে। আবার সংখ্যালঘু পরিবারের আয় বার্ষিক এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে তারা মাধ্যমিক স্তরে উপরোক্ত সুযোগ পেতে পারেন, যেখানে তপশিলীদের বার্ষিক আয় ১৮,০০০ টাকার বেশী হলেই তারা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। আর একটি চরম বঞ্চনা হল দেশের মধ্যে ২য় সর্বাধিক তপশিলী জাতি উপজাতি অধ্যুষিত রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে ভাতা প্রাপকদের সংখ্যা ১,১০,০০০ এর মধ্যে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে ৭,৫০,০০০ সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীকে তাদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা দানের প্রচেষ্টা চলছে।

একটি বিষয় মনে রাখা দরকার, প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদ অনুযায়ী হিন্দুজাতির অর্ন্তভুক্ত তপশিলী জাতি, উপজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি ও পুস্তক অনুদান ও চাকরি-বাকরিতে সংরক্ষণ অনুযায়ী চাকুরি প্রাপ্তিতে তারা এই রাজ্যে যথেষ্ট পিছিয়ে। কিন্তু পঃ বঃ সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিত্ত নিগমের চেয়ারপার্সন সি পি এম সাংসদ মহঃ সেলিমের সুপরিচালনায় রাজ্যের সংখ্যালঘুদের প্রাপ্তি তপশিলী হিন্দুদের তুলনায় অনেক বেশী। স্বাজাত্য প্রেমের স্ব-মহিমায় বিরাজিত মুসলমান কমরেডদের কাছে হিন্দু তপশিলী কমরেডরা কি কিছু শিক্ষা নিতে পারেন?

খাত	হোষ্টেলে থাকা সংখ্যালঘু ছাত্র ছাত্রীদের প্রাপ্য	শুধু বিদ্যালয়ে পাঠরত সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের প্রাপ্য	হিন্দু তপশিল জাতি/উপজাতি
ভর্তির খরচ ঃ ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী	**৫০০ টাকা** (প্রকৃত খরচ সাপেক্ষে)	**৫০০ টাকা** (প্রকৃত খরচ সাপেক্ষে)	পায় না
মাসিক মাহিনা প্রদান ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী	**৪২০০ টাকা** বার্ষিক (প্রকৃত খরচ সাপেক্ষে)	**৪২০০ টাকা** বার্ষিক (প্রকৃত খরচ সাপেক্ষে)	**৩৫ টাকা** মাত্র
নির্বাহ ভাতা ঃ বছরে ১০ মাস প্রাপ্য (ক) ১ম - ৫ম শ্রেণী (খ) ৬ষ্ঠ - ১০ম শ্রেণী	— **৭২০০ টাকা** বার্ষিক (প্রকৃত খরচ সাপেক্ষে)	**১২০০ টাকা** বার্ষিক **১২০০ টাকা** বার্ষিক (প্রকৃত খরচ সাপেক্ষে)	৫ম শ্রেণী- **২০ টাকা** ৬ষ্ঠ শ্রেণী- **১৫০ টাকা** ৭ম শ্রেণী- **২০০ টাকা** ৮ম শ্রেণী- **২৮০ টাকা** ৯ম শ্রেণী- **৫০০ টাকা** ১০ম শ্রেণী- **৭৫০ টাকা** ★পুস্তক ক্রয়বৃত্তি, কোন নির্বাহ ভাতা নেই।
মেধাবী সংখ্যালঘু ছাত্র ছাত্রীদের জন্য রাজ্য সরকারের দেওয়া বার্ষিক বৃত্তি	উচ্চ মাধ্যমিক স্তর - **৬০০০ টাকা** স্নাতক স্তর - **৯০০০ টাকা** স্নাতকোত্তর স্তর - **১৪,০০০ টাকা**		**আবাসিক** **অনাবাসিক** **১৮০০ টাকা** **১০৮০ টাকা** **২৭৬০ টাকা** **১৪৪০ টাকা** **৫১০০ টাকা** **২২৮০ টাকা** চিকিৎসাশাস্ত্র/হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি ডিপ্লোমা **৩৪৮০ টাকা** **২২৮০ টাকা**
কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত মাধ্যমিক উত্তীর্ণ সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রদত্ত বার্ষিক নির্বাহ খরচ।	একাদশ শ্রেণী - **১৪০০ টাকা** দ্বাদশ শ্রেণী - **২৩৫০ টাকা** স্নাতক শ্রেণী - **১৮৫০ টাকা** (২য় ও ৩য় বর্ষ) **৩৩৫০ টাকা** স্নাতকোত্তর শ্রেণী - **৩৩০০ টাকা** (২য় বর্ষ) **৫১০০ টাকা**		পায় না

ক্রমবর্ধমান মুসলিম জনসংখ্যা ঃ পশ্চিমবঙ্গে জনতাত্ত্বিক পরিবর্তন

ততত	তত্ত	ত্তত	তত্ততত	তততত্তত	ত্ততত্তত
তত্তত্তত	ততততত	তততত্তত	ত্তত্তত	তত্তত	তত্তত
	ততততত	তততত্তত		তত্তত	
তততত্তত	ততততত	তততত্তত	ত্তত্তত	তত্তত	তত্তত
ত্ত	ততততত	তততত্ত		তততত্তত	
তত্তত্ততত্তত	ততততত	তততত্ত	তত্ত	তততত্তত	ত্তত্তত্ত
	ততততত	তততত্ত		তততত্তত	
তত্তত	ততততত	তততত্ত	ত্তত্তত	তততত্তত	তত্তত
তত্তত্ত ত্তত	ততততত	তততত্তত		তততত্তত	
তত্তত্তত	ততততত	তততত্তত	ত্তত্তত	তততত্তত	তত্তত
তত্তত্ত ত্তত	ততততত	তততত্তত		তততত্তত	
তত্ততত	ততততত	তততত্তত	ত্তত্ততত	তততত্তত	তততত্তত
	ততততত	তততত্তত		তততত্তত	
তত্ততত্ত	ততততত	তততত্ত	ত্তত্তত	তততত্তত	তত্তত
	ততততত	তততত্তত		তততত্তত	
তত্ততত্ত	ততততত	তততত্ত	ত্তত্তত	তততত্তত	তত্তত
	ততততত	তততত্তত		তততত্তত	
তততত্ত	ততততত	তততত্তত	ত্তত্তত	তততত্ত	তত্তত
	ততততত	তততত্তত		তততত্তত	
তত্তত	ততততত	তততত্তত	ত্তত্তত	তততত্তত	তত্তত
	ততততত	তততত্তত		তততত্তত	
তত্তততত	ততততত	তততত্তত	ত্তত্তত	তততত্তত	তত্তত
ত্ততত	ততততত	তততত্তত		তততত্তত	
তত্তত্ততত	ততততত	তততত্তত	ত্তত্ত	তততত্তত	তত্তত
ত্ততত	ততততত	তততত্তত		তততত্তত	
তত্ত	ততততত	তততত্তত	ত্তত্তত	তততত্তত	তত্তত
	ততততত	তততত্তত		তততত্তত	
তত্তত্ত	ততততত	তততত্তত	ত্তত্তত	তত্ত	তত্তত
	ততততত	তততত্তত		তত্তত	
ত্তত্ততত	ততততত	তততত্তত	ত্তত্তত	তত্তত	তত্তত
	ততততত	তততত্তত		তত্তত	
তত্ততত্তত	ততততত	তততত্তত	ত্তত্ত	তত্তত	তত্তত
	ততততত	তততত্তত		তত্তত	
তত্তত্ত	ততততত	তততত্তত	ত্তত্তত	তততত্তত	তত্তত
	ততততত	তততত্তত		তততত্তত	
তত্তত্তত	ততততত	তততত্তত	ত্তত্তত	তত	তততত
	ততততত	তততত্তত		তততত্তত	
তততত্ত	ততততত	তততত্তত	ত্তত্তত	তততত্তত	তত্ত
ত্তত্ততত	ততততত	তততত্তত		তততত্তত	

সূত্র ঃ (১) ভারতীয় জনগণনা ১৯৫১, ১৯৭১, ১৯৯১ ও ২০০১

(২) পশ্চিমবঙ্গে অশনি সংকেতঃ কলকাতা- ২০০৮, লেখক— বিমল প্রামাণিক।

(৩) তথ্য পুস্তিকাঃ ক্যাম্ব, কলকাতা— ১/১০/০৫

* পরবর্তীতে জেলাভাগের কারণে উত্তর এবং দঃ ২৪ পরগণা ও উঃ ও দঃ দিনাজপুরের উপাক্ত (ডাটা) সমন্বিত হয়েছে।

* শুধুমাত্র কুচবিহার জেলা ছাড়া সর্বত্র মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয়েছে। এক সময়ের হিন্দু অধ্যুষিত জেলা এখন সাংঘাতিকভাবে মুসলিম অধ্যুষিত জেলা মালদা।

প্রকাশক, মুদ্রক ও সত্ত্বাধিকারী প্রকাশ চন্দ্র দাস কর্তৃক ৫, ভুবন ধর লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১২ হইতে প্রকাশিত। ফোন ঃ ০৩৩-২২৫৭ ২৬৮৮, ৯৪৩৩৪ ৫৩১০৯, ই-মেল ঃ
সম্পাদক ঃ চিত্তরঞ্জন দে